36832 - আমরা লাইলাতুল কদরে কী কী ইবাদত পালন করতে পারি এবং সটেি কোন রাত

প্রশ্ন

লাইলাতুল কদর কভিাবে পালন করা উচতি? সটো কি নামায, কুরআন তলোওয়াত, সরিাত আলোচেনা, ওয়াজ নসহিত, দকিনর্দিশেনামূলক বক্তব্য এবং এর জন্য মসজদিে একত্রতি হওয়ার মাধ্যমে উদযাপন করতে হবে?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এক:

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রমজানরে শষে দশকে নামায, কুরআন তলোওয়াত ও দোয়ার মধ্যে এত বশেী সময় দতিনে যা অন্য সময়ে দতিনে না। আয়শো (রাঃ) থকেে ইমাম বুখারী ও মুসলমি বর্ণনা করছেনে য, রমজানরে শষে দশরাত্রি শুরু হলে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাত জগেে ইবাদত করতনে তাঁর পরবিারবর্গকে জাগয়িে তুলতনে এবং স্ত্রী-সহবাস থকেে বরিত থাকতনে। ইমাম আহমাদ ও মুসলমি বর্ণনা করছেনে য: "তনিি রমজানরে শষে দশকে এত বশেী ইবাদত করতনে যা অন্য সময়ে করতনে না।"

দুই:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈমানরে সাথে ও সওয়াব পাওয়ার আশায় রাত জগেে নামায আদায় করতে উদ্বুদ্ধ করছেনে। আবু হুরায়রা (রাঃ) থকেে বর্ণতি য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: "য ব্যক্তি ঈমানরে সাথে ও সওয়াবরে নয়িতে লাইলাতুল ক্বদরে (ভাগ্য রজনীতে) নামায আদায় করবে তার অতীতরে সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দয়ো হবে।"[সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলমি] এই হাদীস প্রমাণ করে য, ভাগ্য রজনীতে কয়িামুল লাইল (রাত্রীকালীন নামায) আদায় করা শরয়ি বধিান।

তনি:

লাইলাতুল ক্বদরে (ভাগ্য রজনীতে) পঠতিব্য সবচয়েে ভালো দোয়া হচ্ছে- যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়শো (রাঃ) কে শক্ষিা দয়িছেনে। যটো তরিমযিি আয়শো (রাঃ) থকেে সংকলন করছেনে এবং সহীহ আখ্যায়তি করছেনে: তনিি বলনে: আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসূল! যদি আমি জানতে পারি কোন রাতটি লাইলাতুল ক্বদর (ভাগ্য রজনী) তবে সে রাতে আমি কী

পড়ব? তনিি বললনে,তুমি বলবে:

اللهمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي.

“আল্লাহুম্মা ইন্নাকা ‘আফুউউন তুহব্বিুল ‘আফওয়া ফা ‘ফুউ ‘আন্নী (অর্থ: হে আল্লাহ আপনি ক্ষমাশীল, ক্ষমা করাকে আপনি ভালবাসনে, অতএব আমাকে ক্ষমা করে দনি।)

চার:

রমজানরে বশিষে কোন একটি রাত্রকিে ভাগ্য রজনী হসিবেে সুনর্দিষ্টি করতে হলে এ বষিয়ে সুনর্দিষ্টি দলীলরে প্রয়োজন। কন্তিু শষে দশকরে বজেোড় রাতগুলোতে ভাগ্য রজনী হওয়া অন্য রাতগুলোতে ভাগ্য রজনী হওয়ার চয়েে বশেি সম্ভাবনাময় এবং রমজানরে সাতাশতম রাত ভাগ্য রজনী হওয়ার সম্ভাবনা সবচয়েে বশেি। এ বষিয়ে বর্ণতি হাদসিগুলো আমরা যা উল্লখে করছেি সটোই প্রমাণ করে।

পাঁচ:

কস্মনিকালওে বদি‘আত (দ্বীনরে মধ্যে নতুন প্রবর্ততি বষিয়) করা জায়যে নইে। রমজানরে মধ্যওে না, রমজানরে বাইরওে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে প্রমাণতি হয়ছেে যে তনিি বলছেনে: “যে ব্যক্তি আমাদরে এই শরয়িতে এমন কছিু প্রবর্তন করল যা এর অন্তর্ভুক্ত নয় তা প্রত্যাখ্যাত।” অন্য এক রওেয়ায়তে আছে, “যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করল যা আমাদরে শরয়িতরে অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত।”

রমজানরে নর্দিষ্টি কছিু রাতে অনুষ্ঠান উদযাপনরে কোন ভত্তিি আমাদরে জানা নইে। উত্তম আদর্শ হচ্ছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদর্শ এবং সবচয়েে নকিৃষ্ট হচ্ছে- বদিআত (নতুন প্রবর্ততি বষিয়সমূহ)।

আল্লাহই তাওফকিদাতা।